012

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 12 NOV 1988
পৃষ্ঠা 1 কলাম 2

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

সম্মিলিত মেধা তালিকা নিয়ে অস্বস্তিকর নানা প্রশ্ন

সাইয়িদ আতীকুল্লাহ ।।

প্রতি বছর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পরীক্ষার ফল যখন বেরোয় তখন তার সঙ্গে সম্মিলিত মেধা তালিকা বলে একটা ফিরিস্তিও সংবাদপত্রে ছাপা হয়। এ বছরও খবরের কাগজে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফল ছাপাবার সময় সম্মিলিত মেধা তালিকাটিও ছাপা হয়েছে।

প্রত্যেক বোর্ড আলাদা আলাদা-ভাবে মেধা তালিকা খবরের কাগজসহ বিভিন্নভাবে পাঠায় প্রচারের জন্যে। আবার চার বোর্ড মিলিয়েও সম্মিলিত মেধা তালিকা তৈরী হয় এবং তাও প্রচারের জন্যে বিভিন্ন স্থানে পাঠানো হয়। এ নিয়ম চলছে দীর্ঘদিন ধরে।

সম্মিলিত মেধা তালিকা অর্থ-হীন, অযৌক্তিক, পক্ষপাতদুষ্ট এবং অবিচারমূলক বলে গত

(শেষ পৃ: ৩-এর ক: দ্র:)

সম্মিলিত মেধা তালিকা

(১ম পাতার পর)

কয়েকদিন ধরে এ শহরে নানা উত্তপ্ত তর্কবিতর্ক চলছে। এ তর্কে যারা অংশগ্রহণ করেন তাদের ভেতর তরুণ, যুবক, মাঝ-বয়েসী ও বৃদ্ধদের দেখা গেছে। অর্থাৎ এই তর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের মতো শিক্ষক-অভিভাবকগণও অংশগ্রহণ করেন এবং ক্রুদ্ধ বাক্যবাণে সম্মিলিত মেধা তালি-কাকে ছিন্নভিন্ন করার চেষ্টায় নিয়োজিত থাকেন।

তারা যেসব যুক্তিতর্ক বা আলোচনাকাজে প্রয়োগ করেন তাতে সারবস্তু কিছু নেই এমন মনে করা যায় না।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান, মানবিক, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, বাণিজ্য ইত্যাদি নানা বিভাগে পরীক্ষা নেয়া হয়। এখানে যে কথাটা প্রধান হয়ে মোক্ষম যুক্তির চেহারা নেয় তা হচ্ছে: বিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষার্থীদের ভেতর যারা সবচেয়ে মেধাবী তারা সহজেই শতকরা ৯২ বা ৯৭ ভাগ নম্বর পেতে পারেন। অন্যদিকে আর যেসব বিভাগ আছে সঙ্গত কারণেই সেসব বিভাগের পরীক্ষার্থীদের ভেতর সবচেয়ে মেধাবী ছাত্রদের কোন ক্রমেই এদেশে অত নম্বর পাওয়া সম্ভব নয়। কেবল পাওয়া নম্বরের ভিত্তিতে বিজ্ঞানের ছাত্রদের মাথায় যাতে জয় মুকুট পরানো যায় তার ফন্দি হিসেবেই এই সম্মিলিত মেধা তালিকা কেউ একদিন উদ্ভাবন করেন এবং তাই এক সময় প্রচলিত হয়ে যায়। মানবিক বিভাগে যে ছেলেটি বা মেয়েটি সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে শীর্ষস্থান পাচ্ছে সম্মিলিত মেধা তালি-কায় তার নাম খুঁজে পাওয়া যাবে না। যে বিভাগে অনেক নম্বর পাওয়া যায় এবং সেই নম্বর পেয়ে যাওয়াতে যে ছেলেটি বা মেয়েটি শীর্ষস্থান পায় তার জন্যে সাধুবাদ তার প্রাপ্য, তবে সম্মিলিত মেধা তালি-কার কারণে সব কিছু ছাপিয়ে তার যে জয়জয়কার ওঠে তা অযৌক্তিক। মানবিক বিভা-গের বা বাণিজ্য বিভাগের শীর্ষ-স্থান পাওয়া ছেলেমেয়ের তুল-নায় বিজ্ঞান বিভাগের শীর্ষস্থান পাওয়া ছেলে মেয়ের মেধার শ্রেষ্ঠত্ব কেবল মাত্র নম্বরের ভিত্তিতে নির্ধারিত হতে পারে না বলে অনেকেরই যে ধারণা তা বিবেচনা করার জন্যে সংশ্লিষ্ট বোর্ডগুলোর কোন চিন্তা-ভাবনা আছে এমন মনে করার কোন কারণ নেই। সম্মিলিত মেধাতালিকা ষড়যন্ত্রমূলক এমন অভিযোগও কেউ কেউ করছেন তারা মনে করেন, সম্মিলিত মেধা তালিকা নামক ফিরিস্তিটি সং-শ্লিষ্ট বোর্ড অফিসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত, কিছুতেই এর প্রচার হওয়া উচিত নয়। অথচ এর প্রচার হচ্ছে জোরে-শোরেই এবং অপকর্মের দায়ভাগ খবরের কাগজেও বর্তায়।

এই তালিকা প্রকাশিত হবার ফলে মেধাবী ছাত্রছাত্রীদেরও নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। বেশী নম্বর পেয়ে শীর্ষস্থান দখলকারী বিজ্ঞা-নের মেধাবী ছাত্রগণের মনে হতে পারে তারাই শ্রেষ্ঠ মেধার অধিকারী। শ্রেষ্ঠ মেধার অধি-কারী বটেই তবে একটি বিশেষ বিভাগে এবং তার বাইরে নয়---এ ধারণা বিজ্ঞানের সেরা ছাত্র-ছাত্রীদের মনে নাও হতে পারে। অন্যদিকে কম নম্বর পাওয়া অন্যান্য বিভাগের মেধাবী ছেলে মেয়েদের মনে হতে পারে যে, তারা বুঝি বিজ্ঞানের মেধাবী ছেলেমেয়েদের তুলনায় নিকৃষ্ট। এভাবে একটা বিকৃতি সেরা ছেলেমেয়েদের মনমানসিকতায় জায়গা করে নিলে তাতে সব ধরনের মেধাবী ছাত্রদেরই অপ-কার হয়। অভিভাবকদের মনেও এই বিকৃতি বিস্তার লাভ করতে পারে। কাজেই সম্মিলিত মেধা তালিকা সংশ্লিষ্ট বোর্ড অফিসের বাইরে জানাজানি হওয়া উচিত নয়, খবরের কাগজে, রেডিও-টেলিভিশনে কোথাও এর প্রচার হওয়া উচিত নয়। পরীক্ষার্থী-দের বিভাগওয়ারী মেধা তালিকাই যথেষ্ট। বিজ্ঞান বিভাগ ছাড়া অন্যান্য বিভাগের মেধাবী ছাত্র, যারা শীর্ষস্থানগুলো পায় তাদের এবং তাদের অভিভাবকদের জন্যে সম্মিলিত মেধা তালিকা নামক ফিরিস্তি অপমানজনক।

সম্মিলিত মেধা তালিকা প্রকাশের সপক্ষে কী কী যুক্তি আছে এবং তা যে সুযুক্তি সংশ্লিষ্ট বোর্ডগুলো বা শিক্ষা বিভাগ কোনদিনই তা কাউকে জানতে দেয়নি। সংশ্লিষ্ট কর্ম-কর্তারা হয়ত ধরেই নিয়েছেন এটা অত্যন্ত ভালো একটি কাজ। এভাবে অনেক কিছু ধরে নিয়ে নানা মন্দ-ভালোর অজুহাতে মানুষের ঘাড়ে চাপানোর অপরি-সীম দক্ষতা এদেশের আমলারা নানা ক্ষেত্রেই দেখিয়ে থাকেন।

গত কয়েকদিন ধরে যেসব আলোচনা তর্কবিতর্ক শুনেছি এই সম্মিলিত মেধা তালিকা নিয়ে তার একটা মোটামুটি ধারণা লিপিবদ্ধ করা হলো— যাতে সংশ্লিষ্ট বোর্ডগুলো এবং শিক্ষা কর্তৃপক্ষ এই অভিযোগ-গুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করে গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। সম্মিলিত মেধা তালিকার প্রচার যে অযৌক্তিক এবং পক্ষ-পাতদুষ্ট এবং এ নিয়ে যে অন্যান্য বছরের ন্যায় এবছরও ক্রুদ্ধ আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে তাকে খবরের মর্যাদা দিতেই হয়। এসব আলোচনা যে এক ধরনের তীব্র প্রতিবাদ তা বুঝতে কারোর অসুবিধা হবার কথা নয়।

ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে পরী-ক্ষার্থী পরীক্ষার্থীই। কাজেই আলাদাভাবে মেধার অধিকারিণী মেয়েদের জন্যে আলাদা মেধা তালিকাও অপ্রয়োজনীয়। এতে মেয়েদের পিঠ চাপড়ানোর ভাবটা বড় খোলামেলাভাবে ফুটে ওঠে এবং এর ফলে মেয়েরাও খুব স্বস্তিবোধ করেন না। একথাগুলো শুনেছি কয়েকজন উচ্চশিক্ষিতা মহিলার কাছ থেকে। এদিকটাও সংশ্লিষ্ট বোর্ড কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখতে পারেন।